দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..... 7 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ .....

শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেট বিভাগের দৈন্যদশা

॥ সাকির আহমদ, সিলেট থেকে ॥

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি রাজধানীর বাইরের বিভাগ কিংবা জেলা শহরে মাসে মাত্র ১০০ টাকায় বাড়ি ভাড়া এবং ১৫০ টাকায় পুরো মাসের চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া যায়। আর এই চিত্র সিলেট বিভাগের। তবে বাস্তবে নয়, এমন অংক কাগজপত্রে সম্বর করে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মানুষ গড়ার কারিগরদের আদৌ ভালো নেই। তাদের ভালো না থাকার পাশাপাশি আরো বিভিন্ন কারণে সিলেট বিভাগের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজ করছে দৈন্যদশা। দেশের ৬টি বিভাগের মধ্যে সিলেট বিভাগে শিক্ষার হার ও মান একেবারে নিম্ন পর্যায়ে। বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ ছাড়া পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব নয়। আর এসব (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ক্ষেত্রে সিলেট

(প্রথম পৃঃ পর)

বিষয়কে সামনে রেখে গত মাসের শেষ সপ্তাহে সিলেট শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী সেমিনার।

সিলেট বিভাগীয় শিক্ষা অফিসের হিসাবে তিন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হচ্ছে ৬ হাজার ৫৭টি। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫ হাজার ২৩৫টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬৭১টি এবং কলেজ হচ্ছে ১৫১টি। শিক্ষার হার সিলেট ছাড়া অপর বিভাগগুলোতে শতকরা ৫০ ভাগ ছাড়িয়ে গেছে। সেখানে সিলেটের চিত্র হচ্ছে মাত্র ৩৯ ভাগ। সিলেট বিভাগের ২৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো এমপিওভুক্ত হয়নি। গত মাসের শেষ সপ্তাহে সিলেটের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী সেমিনারে ফুটে উঠেছে এসব চিত্র।

শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা স্বীকার করেছেন একদিনে নয়, সিলেট বিভাগে শিক্ষার হার নিচের দিকে নেমে যাওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। বিভাগ ও জেলা সহরের সঙ্গে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো অনুন্নত। সিলেট বিভাগে জনসংখ্যা বেড়েছে। সেই তুলনায় বাড়েনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। এর সঙ্গে যুগ যুগ ধরে বিরাজ করছে শিক্ষক-শিক্ষিতা সংকট। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে বিদেশমুখী প্রবণতা। কোন প্রকারে প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক শিক্ষার গণ্ডি পার হতে পারলেই হলো। আর উচ্চ শিক্ষার দরকার নেই। ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী আত্মীয়-স্বজনরা বিদেশে নিয়ে যায়। এর ফলে সিংহভাগ শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে প্রাথমিক স্তরে। আর মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করতে পারলেই হলো। এরপর তারা প্রবাসে অবস্থানরত বাবা, চাচা কিংবা বড় ভাইয়ের কাছে ছুটে যায়। বিদেশমুখী প্রবণতা রোধ করা না হলে এর নেতিবাচক প্রভাব অচিরেই সিলেট বিভাগের শিক্ষা ক্ষেত্রে পড়বে এমনটি আশংকা করছেন সবাই।

এদিকে পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে দেশের ৬টি বিভাগের মধ্যে সিলেট শিক্ষার দিক থেকে অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। পাঁচটি বিভাগে শিক্ষার হার যেখানে শতকরা ৬০ ভাগ সেখানে সিলেটে হচ্ছে ৪০ ভাগ। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে সিলেট জেলায় শিক্ষার হার ছিল শতকরা ২০ ভাগ। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালে নেমে যায় ১৯ দশমিক ৯ ভাগে। পরবর্তী ১০ বছরে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও আশানুরূপ ছিল না। ১৯৯১ সালে সারাদেশে শিক্ষার হার ছিল শতকরা ৩২ ভাগ। আর সিলেট বিভাগে এই সংখ্যা ছিল ২৭ ভাগ। এরপর দেড় যুগ অতিক্রান্ত হলেও সিলেট বিভাগ ছাড়া দেশের অপর পাঁচ বিভাগে শিক্ষার হার বৃদ্ধি এখনো অব্যাহত রয়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় সিলেট বিভাগের দৈন্যদশা ফুটে উঠেছে।

শিক্ষকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, সিলেট বিভাগীয় শহর ছাড়াও জেলা এবং থানা শহরে কি মাসে ১০০ টাকায় বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়? শিক্ষক কি তার নিজেরসহ পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় মাসে ১৫০ টাকায় মেটাতে পারেন? একজন সাধারণ ডাক্তারের ডিগ্রিট ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে ১০০ টাকার নিচে নেই। কয়েকজন শিক্ষক জানান, সবকিছু মিলে মাসে বেতন পান ৬ হাজার ১৮২ টাকা। স্কুলে যাতায়াত ও দুপুরের খাবার খরচ বাবদ দিনে সাদামাটাভাবে হলেও ৬০ টাকা লাগে। এই হিসাবে দিনে তারা পাচ্ছেন ১৪০ টাকা ৬ পয়সা। সরকারের কাছে তাদের জিজ্ঞাসা এই টাকা দিয়ে কি কেউ পরিবার চালতে পারে?